গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.legislativediv.gov.bd

স্মারক নং- ৫৫.০০.০০০০.১১৮.৩৭.০০৭.১৪-১৭ তারিখ: ০৩ মার্চ, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।

নির্দেশিত হয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবনী টিমের সদস্যসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে চট্টগ্রাম জেলার বন্দর কর্তৃপক্ষের উদ্ভাবনী কার্যক্রম (Vehicle Tracking System) এবং কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন ডিজিটাল সেবা পরিদর্শনের রিপোর্ট এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: রিপোর্টের কপি।

Sowmen 03/03/2022

(সৌমেন পালিত বাবু)
সহকারী সচিব
কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা
ফোন: ০২-৫৫১০০৩৮১
ই-মেইল: babusowmen@gmail.com

সচিব
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

স্মারক নং- ৫৫.০০.০০০০.১১৮.৩৭.০০৭.১৪-১৭ তারিখ: ০৩ মার্চ, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):-

১) জনাব মোহাম্মদ জিয়া উদ্দীন, সিস্টেম এনালিস্ট , লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
২) জনাব মোহাম্মদ আবদুল হালিম, উপ-সচিব (ড্রাফটিং), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
৩) জনাব মোহাম্মদ আবু কাউছার, উপসচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
৪) জনাব মোঃ সাহিনুর রহমান, সিনিয়র সহকারী সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
৫) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
৬) মিজ সাজিদুন নাহার স্বর্ণা, সহকারী সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
৭) জনাব মো: সালাউদ্দীন আলম মৃধা, সহকারী সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
৮) মিজ মনিকা বিকি, সহকারী সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
৮) জনাব মোঃ আরিফ রব্বানী খান, সহকারী সচিব (লেঃ অঃ), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
৯) জনাব সৌমেন পালিত বাবু, সহকারী সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
১০) সহকারী প্রোগ্রামার, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ। (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১১) যুগ্মসচিব (কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
১২) উপসচিব (কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
১৩) অফিস কপি।

Sowmen 03/03/2022

(সৌমেন পালিত বাবু)
সহকারী সচিব

Scanned with CamScanner

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন টিম ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিনিধি দল কর্তৃক চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের উদ্ভাবনী কার্যক্রম (Vehicle Tracking System), চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজ ও কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন পরিষদের ডিজিটাল সেবা পরিদর্শন-এর প্রতিবেদন।

পরিদর্শনের তারিখ : ১৭-১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি.।

প্রতিনিধি দলের সদস্য:

১।	ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন, যুগ্মসচিব	টিম লিডার ও চিফ ইনোভেশন অফিসার
২।	জনাব মোহাম্মদ জিয়া উদ্দীন, সিস্টেম এনালিস্ট	সদস্য
৩।	জনাব মোহাম্মদ আবদুল হালিম, উপসচিব	সদস্য
৪।	জনাব মোহাম্মদ আবু কাউছার, উপসচিব	সদস্য
৫।	জনাব মোঃ সাহিনুর রহমান, সিনিয়র সহকারী সচিব	সদস্য
৬।	মিজ সাজিদুন নাহার স্বর্ণা, সহকারী সচিব	সদস্য
৭।	জনাব মোঃ আরিফ রব্বানী খান, সহকারী সচিব	সদস্য
৮।	জনাব সালাউদ্দীন আলম মৃধা, সহকারী সচিব	সদস্য
৯।	মিজ মনিকা বিকি, সহকারী সচিব	সদস্য
১০।	সৌমেন পালিত বাবু , সহকারী সচিব	সদস্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন শাখা

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

www.legislativediv.gov.bd

বিষয়: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন টিম এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিনিধি দল কর্তৃক চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের উদ্ভাবনী কার্যক্রম (Vehicle Tracking System), চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজ ও কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন পরিষদের ডিজিটাল সেবা পরিদর্শন-এর প্রতিবেদন।

টিমলিডার : ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন

যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং) ও চিফ ইনোভেশন অফিসার, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন টিম

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।

পরিদর্শনের তারিখ : ১৭-১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি.।

স্থান: চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের কার্যালয়, চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজ ও কক্সবাজার জেলা সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার জনপ্রশাসনে কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিকদের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে একটি করে ইনোভেশন টিম গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকল্পে এ বিভাগের যুগ্মসচিব ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীনকে চিফ ইনোভেশন অফিসার করে আট সদস্য বিশিষ্ট একটি ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-ক)। এ বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২২ এর ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার কর্মসম্পাদন সূচক নং ২.২.৫ এ দেশে/ বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এর কর্মসম্পাদন সূচক ২.২.৫-এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের যুগ্মসচিব ও চিফ ইনোভেশন অফিসার ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন-এর নেতৃত্বে গঠিত ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন টিম এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রতিনিধি দল গঠন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-খ)। উক্ত প্রতিনিধি দল

চট্টগ্রাম বন্দরের (Vehicle Tracking System) ও বিভিন্ন operational কার্যক্রম পরিদর্শন ও বন্দর কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজের ডিজিটাল সেবা পদ্ধতি পরিদর্শন করেন। অতঃপর প্রতিনিধি দল কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো: মুজিবুর রহমান ও ওয়ার্ড মেম্বারদের সাথে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে মতবিনিময় করে ও ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন ডিজিটাল সেবা পরিদর্শন করে। প্রতিনিধি দলের বিস্তারিত পরিদর্শন প্রতিবেদন নিম্নরূপ, যথা:-

১। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের উদ্ভাবনী কার্যক্রম পরিদর্শন:

১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি. তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-এর প্রশিক্ষণ কক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের ম্যানেজার ট্রেনিং জনাব আব্দুল হান্নান স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ও পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বন্দরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, কার্যক্রম ও পরিচিতি তুলে ধরেন (পরিশিষ্ট-গ)। তিনি তাঁর উপস্থাপনায় উল্লেখ করেন, চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের চট্টগ্রাম শহরে অবস্থিত বাংলাদেশের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর। এটি কর্ণফুলী নদীর মোহনায় অবস্থিত। ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে ইংরেজ ও দেশীয় ব্যবসায়ীরা বার্ষিক এক টাকা সেলামির বিনিময়ে নিজ ব্যয়ে কর্ণফুলি নদীতে কাঠের জেটি নির্মাণ করেন। পরে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম দুটি অস্থায়ী জেটি নির্মিত হয়। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম পোর্ট কমিশনার গঠিত হয়। ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম বন্দরে দুটি মুরিং জেটি নির্মিত হয়। ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে ২৫ এপ্রিল চট্টগ্রাম পোর্ট কমিশনার কার্যকর হয়। ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে রেলওয়ে সংযোগ সাধিত হয়। ১৯২৬ সালে চট্টগ্রাম বন্দরকে মেজর পোর্ট ঘোষণা করা হয়। পাকিস্তান আমলে ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে চট্টগ্রাম পোর্ট কমিশনারকে চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্ট এ পরিণত করা হয়। বাংলাদেশ আমলে ১৯৭৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্টকে পোর্ট অথরিটিতে পরিণত করা হয়। এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত সরকারি সংস্থা।

তিনি উল্লেখ করেন, চট্টগ্রাম বন্দরে মোট ১৭ টি জেটির মধ্যে ১৩ টি জেটিতে শোরক্রেন ও রেলওয়ে লাইনের সংযোগ রয়েছে। ১১ টি জেটিতে শেড রয়েছে । ১৬ টি ট্রানজিড শেডের মোট আয়তন ১২,৩০,৮৫০ বর্গফুট। ওয়্যার হাউজের মোট আয়তন ৬,৭৭,৫৪০ বর্গফুট , মালামাল ধারণ ক্ষমতা ২৭,৬০০ টন। প্রতিদিন প্রায় দশ হাজার ট্রাক মালামাল পরিবহণ করার জন্য বন্দরে প্রবেশ করে। বন্দরে আট হাজারেরও বেশি কর্মকর্তা-কমর্চারী কর্মরত আছেন। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৪,০৬২টি জাহাজে ৩০,৯৭,২৩৭ টি কার্গো বন্দরে ওঠানামা করে যার ওজন ১১,৩৭,২৯,৩৭৩ মেট্রিক টন। উক্ত অর্থবছরে জাহাজ ও কার্গো ব্যস্থাপনার উন্নতির হার ৭.৯২%।

উক্ত আলোচনা সভায় টিম লিডার ও যুগ্মসচিব ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন লেজিলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের পরিচিতি ও বিভিন্ন কার্যক্রম স্লাইড শো প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তুলে ধরেন এবং বন্দর কর্তৃপক্ষকে VTMIS কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করার জন্য ধন্যবাদ জানান।

জনাব আব্দুল হান্নান ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ বন্দরের বিভিন্ন কার্যক্রম ঘুরিয়ে দেখান। প্রথমে বন্দরের কন্ট্রোল রুমে নিয়ে যান। বন্দরের মোট দুটি কন্ট্রোল রুম রয়েছে যার একটি বন্দরে এবং অপরটি পতেঙ্গায় অবস্থিত। কট্রোল রুম থেকে পুরো বন্দরের সার্বক্ষণিক কার্যক্রম মনিটরিং, নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে ১৪০০ সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে প্রায় দশ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি করা হয়। প্রতিটি জাহাজ বন্দর এলাকায় আসার পর তাতে সংরক্ষিত AIS সিস্টেমের মাধ্যমে জাহাজের সকল তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে কন্ট্রোল স্টেশনে চলে আসে এবং সে আলোকে নোঙর করাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ভেহিকল কন্ট্রোল ম্যানেজমেন্ট ও আধুনিক ডিজিটাল ব্যবস্থার কল্যাণে এ সকল কার্যক্রম অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

অতঃপর মধ্যাহ্নভোজের পর বন্দরের ডিজিটাল সেবা/ সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে বন্দর এলাকার Vehicle Movement, Entry/Exit এর সার্ভিল্যান্স কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। অতঃপর কর্ণফুলী নদীতে বন্দর কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় কর্ণফুলী চ্যানেল পরিদর্শন করা হয়। এর মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমে পরিদর্শন সমাপ্ত করা হয়।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের ম্যানেজার ট্রেনিং জনাব আব্দুল হান্নান কর্তৃক

বন্দরের VTMIS সম্পর্কে প্রদত্ত প্রেজেনটেশন

টিম লিডার কর্তৃক লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কার্যপরিধি

সম্পর্কে প্রদত্ত প্রেজেনটেশন

প্রতিনিধি দল কর্তৃক চট্টগ্রাম বন্দরের Vessel Traffic Management Information System (VTMIS) পরিদর্শন

প্রতিনিধি দল কর্তৃক সী এম্বুল্যান্সে কর্ণফুলী চ্যানেলসহ বন্দরের জলভাগ পরিদর্শন

২। চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজের ডিজিটাল সেবা পরিদর্শন:

১৭ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৫ টায় ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন টিম চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজের ডিজিটাল সেবা পরিদর্শন করে। চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজের সিস্টেম এনালিস্ট জনাব মোহাম্মদ আহসান হাবীব উক্ত কাস্টম হাউজের সভাকক্ষে মতবিনিময় করেন এবং এর ডিজিটাল সেবার বিভিন্ন বিষয় অবহিত করেন। সংক্ষিপ্ত চা-পর্বের পর কাস্টম হাউজের ডিজিটাল সেবা পরিদর্শন সমাপ্ত হয়। উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজ পরিদর্শন কার্যক্রম টিমের পরিদর্শনসূচিতে না থাকলেও টিমের সদস্যবৃন্দের অনুরোধের প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজের সিস্টেম এনালিস্ট এর সহযোগিতায় পরিদর্শন করা হয়। এ জন্য পরিদর্শন শেষে তাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানানো হয়।

চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজ সম্মেলন কক্ষে প্রতিনিধি দলের মতবিনিময় সভা

৩। সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন পরিষদের ডিজিটাল সেবা পরিদর্শন:

১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি. তারিখ শুক্রবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় ৬ নং ইউনিয়ন সেন্টমার্টিন, কমপ্লেক্স ভবনে কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মো: মুজিবুর রহমান ও ওয়ার্ড মেম্বারদের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেন্টমার্টিন দ্বীপের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, জনসংখ্যা, পেশা এবং সর্বোপরি ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত সেবা এবং সেবা প্রদানের পদ্ধতি সহজীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় যে সকল বিষয় আবশ্যক তা তুলে ধরেন।

সেন্টমার্টিন দ্বীপ

সেন্টমার্টিন প্রবাল দ্বীপ

সেন্টমার্টিন দ্বীপ বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত একটি ছোট প্রবাল দ্বীপ যার আয়তন মাত্র ৯ বর্গ কিলোমিটার। এটি কক্সবাজার জেলার টেকনাফ হতে প্রায় ৭ কিলোমিটার দক্ষিণে ও মায়ানমার-এর উপকূল হতে ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে নাফ নদীর মোহনায় অবস্থিত। ০৪ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ অনুযায়ী সেন্টমার্টিন দ্বীপ সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের ১,৭৪৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে পরিবেশ মন্ত্রণালয়। দ্বীপটি একটি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। পর্যটন মৌসুমে তথা নভেম্বর হতে এপ্রিল মাসে এখানে প্রতিদিন ৫-৭ টি লঞ্চ বাংলাদেশের মূল ভূ-খন্ড হতে যাতায়াত করে। সেন্টমার্টিন দ্বীপে বর্তমানে বেশ কয়েকটি ভালো মানের আবাসিক হোটেল রয়েছে। একটি সরকারি ডাকবাংলো আছে।

সেন্টমার্টিন বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত টেকনাফ উপজেলার একটি ইউনিয়ন। এ দ্বীপের অপর নাম নারিকেল জিঞ্জিরা। সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন টেকনাফ উপজেলার অধীন ৬নং ইউনিয়ন পরিষদ। এর মোট ৯টি ওয়ার্ড রয়েছে। এ ইউনিয়নের প্রশাসনিক কার্যক্রম টেকনাফ মডেল থানার আওতাধীন। এ ইউনিয়ন জাতীয় সংসদের ২৯৭ নং নির্বাচনী এলাকা কক্সবাজার ৪- এর অংশ। বর্তমানে এখানে লোকসংখ্যা প্রায় ১১০০০। পরিবারের সংখ্যা ১৭০০ টি এবং মোট ভোটার সংখ্যা প্রায় ৩৬০০। এ ইউনিয়নে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ রয়েছে। শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অনুযায়ী আরও ৩টি বিদ্যালয় আবশ্যক মর্মে চেয়্যারম্যান জানান।

চেয়ারম্যান জনাব মো: মুজিবুর রহমান আরও বলেন, সেন্টমার্টিনের লোকজন মূলত দুইভাবে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। নভেম্বর-এপ্রিল মাসে প্রায় সকল জনগণ পর্যটন সংক্রান্ত পেশায় নিয়োজিত থাকে। এরপরের মৌসুমে প্রায় ৭০ শতাংশ লোক মৎস শিকার পেশায় নিয়োজিত হয়ে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এখানে সামান্য পরিমাণে কৃষিকাজ হয় যার মাধ্যমে স্থানীয়দের চাহিদা পূরণ হয়ে থাকে। বর্ষার মৌসুমে স্কুলগামী শিক্ষার্থীরা পানি বেড়ে যাওয়ার কারণে স্কুলে উপস্থিত হতে পারে না।

চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে এখানে ১০ শয্যা বিশিষ্ট একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা বর্তমানে ২০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে।

আশ্রয়কেন্দ্র সম্পর্কে জানান যে ২ টি আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে যা জনসংখ্যা অনুযায়ী অপ্রতুল। দুর্যোগের সময় হোটেল খুলে দেয়া হয়। দুর্যোগ পরবর্তীতে সময়ে নানা ধরনের পানিবাহিত রোগ প্রকটভাবে বেড়ে যায় এবং অনেক লোক মারা যায়। দুর্যোগ হতে কীভাবে আত্মরক্ষা করা যায় এবং দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য কার্যকরী প্রশিক্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজন এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য চেয়্যারম্যান চিফ ইনোভেশন অফিসারকে অনুরোধ জানান।

টিম লিডার ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন গ্রাম ও সালিশ আদালত সম্পর্কে জানতে চাইলে চেয়্যারম্যান জানান, খুবই সামান্য (petty case) বিষয়ে অভিযোগ দরখাস্তের মাধ্যমে দায়ের করা হয়, ওয়ার্ডের চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণ দ্রুত তা নিষ্পত্তি করেন।

গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর ধারা ৫ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং উভয়পক্ষ কর্তৃক মনোনীত দুইজন করে মোট চারজন সদস্য নিয়ে গ্রাম আদালত গঠিত হয়। তবে প্রত্যেক পক্ষ কর্তৃক মনোনীত দুজন সদস্যের মধ্যে একজন সদস্যকে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হতে হয়। সেন্টমার্টিনে এখনও পূর্ণাঙ্গভাবে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম চালু হয়নি। উপস্থিত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ জানান, কোনো বিরোধ সৃষ্টি হলে তা আলোচনার মাধ্যমে দ্রুতই সমাধান করা হয়ে থাকে।

টিম লিডার ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন অভিযোগ মীমাংসার ক্ষেত্রে জরিমানা করা হয় কি না জানতে চান। প্রত্যুত্তরে জানানো হয়, এখানে সাধারণত এমন কোনো জটিল বিষয়ের উদ্ভব হয় না। জরিমানা করার মত সমস্যা খুব কমই সৃষ্টি হয়।

ইনোভেশন টিমের সদস্য উপসচিব জনাব মোহাম্মদ আবু কাউসার জানতে চান, “এখানে মূলত কী ধরনের মামলা/অভিযোগ করা হয়ে থাকে?”

প্রত্যুত্তরে জানানো হয় ছোটখাটো (petty case) যেমন—টাকা পাওনার অভিযোগ, ঝগড়া, বাক-বিতন্ডা, তালাক ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযোগ করা হয়ে থাকে।

ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন জানতে চান কোনো অভিযোগ আসলে তা ডিজিটালি এন্ট্রি করা হয় কিনা এবং পরিষদের কোনো ল্যাপটপ আছে কিনা। জবাবে চেয়ারম্যান জনাব মুজিবুরহমান জানান, একটি ল্যাপটপ রয়েছে এবং শীঘ্রই অভিযোগ ডিজিটালি এন্ট্রি করার ব্যবস্থা চালু করা হবে।

এ পর্যায়ে টিম লিডার ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন পরামর্শ দেন যে, পরিষদের কার্যক্রম ডিজিটালি আরম্ভ করার জন্য এবং কেবল একজন দুজন লোক হলেই এসব তথ্য সহজেই ডিজিটালি সংরক্ষণ এবং হালনাগাদ করা যাবে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

চিফ ইনোভেশন অফিসার ও যুগ্মসচিব ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন নিম্নবর্ণিত পরামর্শ প্রদান করেন—

১. Village Court-এর কার্যক্রম কার্যকরভাবে শুরু করা।
২. Legal Aid Committee যদি সচল (activate) না থাকে তবে উহা সচল করা এবং কমিটিতে পূর্বের Chairman-এর স্থলে নতুন পরিষদের Chairman স্থলাভিসিক্ত করা।
৩. প্রশিক্ষণ এবং ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য আরও যা যা প্রয়োজন তা লিখিতভাবে উল্লেখ করে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ে আবেদন দাখিল করা এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগকে তা অবহিত করা ।

সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণের সহিত প্রতিনিধি দল

টিম লিডার কর্তৃক সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে

আইন মন্ত্রণালয়ের কোট পিন প্রদান

৪। **পরিদর্শনে শিক্ষণীয় বিষয় (Lessons Learning):**

৪.১। ইনোভেশন টীম কর্তৃক চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের Vehicle /Vessel Tracking System এর অপারেশন কার্যক্রম পরিদর্শন করে ডিজিটাল সিস্টেম প্রবর্তনের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দরের মত আমদানি-রপ্তানী সংশ্লিষ্ট একটি ব্যস্ততম বন্দরের জটিল অপারেশন কার্যক্রম কত সহজে ও কার্যকরভাবে করা যায় তা সরেজমিনে পরিদর্শন করে অভিজ্ঞতা/জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়েছে। Digital Transformation এর কারণে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিভিন্ন পরিচালনা ইউনিটের কার্যক্রম সংক্রান্ত আইন, বিধি, প্রবিধি এবং এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যক্রমের উন্নয়নের জন্য কোন চুক্তি/সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট এর উপর মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে এর অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অধিকন্তু ভবিষ্যতে লেজেসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কোন উদ্ভাবনী ধারণার পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ পরিদর্শন কাজে লাগবে।

৪.২। চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজের ডিজিটাল সেবা পরিদশর্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশে আমদানি-রপ্তানীর ক্ষেত্রে পণ্য শুল্কায়ন এবং সমন্বিত ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পণ্য লোডিং/আনলোডিংসহ শুল্ক আহরণ ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করা হয়েছে, যা লেজিসলেটিভ বিভাগের ইনোভেশন টিমের উদ্ভাবনী পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৪.৩। সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত দেশের একমাত্র প্রবালদ্বীপ সেন্টমার্টিনে সরকারি সেবা পরিচালনা কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়েছে। ভৌগোলিক ও পর্যটনের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সেন্টমার্টিন ইউনিয়নে জনসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ করে Village Court এবং Legal Aid Committee - কে অধিকতর কার্যকর করার জন্য এবং টেকসই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য জনসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/স্থানীয় অফিসসমূহকে আরো অধিকতর মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন মর্মে ইনোভেশন টিমের নিকট অনুভূত হয়েছে। ভবিষ্যতে অনুরূপ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কোনো মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিকভাবে বিশেষায়িত অঞ্চল কে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় /বিভাগকে পরামর্শ প্রদানের ক্ষেত্রে এ পরিদর্শন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সংযুক্তি:

(১) ইনোভেশন টিম গঠন সংক্রান্ত অফিস আদেশ।

(২) ইনোভেশন টিমের পরিদর্শন সংক্রান্ত অফিস আদেশ।

(৩) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের উপস্থাপিত তথ্যাদি /ডকুমেন্টস।

(৪) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস এবং সেন্টমার্টিন দ্বীপে পরিদর্শনকালে ইনোভেশন টিমের কতিপয় স্থিরচিত্র/ফটোগ্রাফ।

স্বা/-

(ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন)
টিম লিডার
ও
যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং)
এবং চিফ ইনোভেশন অফিসার
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন টিম